দৈনিক ইনকিলাব

045

তারিখ 10 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নরসিংদীতে স্কুলত্যাগীর সংখ্যা বাড়ছে

নরসিংদী জেলার পল্লী অঞ্চলের বেসরকারী হাই স্কুল ও সরকারী প্রাইমারী স্কুলের দরিদ্র সাধারণ ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে ক্ষেত মজুরসহ বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করছে। ফলে, স্কুলগুলোতে দিন দিন আগের তুলনায় ছাত্র উপস্থিতি অনেকাংশে কমে যাচ্ছে।

গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় স্কুলেই ছাত্র উপস্থিতি কম ছিল। প্রাথমিক এক জরিপে দেখা গেছে যে, পল্লী অঞ্চলের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর শতকরা ৫৫ ভাগ শিশু-কিশোর পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত মজুর ও তাঁতের কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কারণে জেলার কৃষককুল পঙ্গু হয়ে পড়েছে। দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের পাঠ্যবই, পোশাক পরিচ্ছদসহ স্কুলের বেতন যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে, বাধ্য হয়েই তারা তাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করছেন।

অতএব পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, নরসিংদী জেলা শহরসহ বিভিন্ন উপজেলা ও অন্যান্য হাট-বাজারসমূহের হোটেল রেস্তোরাঁয় শতকরা ২০ ভাগ শিশু-কিশোর বয়ের কাজ করছে। তবে অধিকাংশ শিশু-কিশোরই বিভিন্ন পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরীর কাজ করছে।

স্কুলত্যাগী এ ছেলেরা দৈনিক ২০/২৫ টাকা আয় করছে। আবার কোন কোন কিশোর রিকশা চালিয়ে দৈনিক ২০/৩০— টাকা আয় করছে। আর মেয়েরা পেটের দায়ে বিভিন্ন পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরীতে সূতা কেটে বা পরের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ নিচ্ছে।

এদিকে জেলার স্কুলগুলোতে দিনদিন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টিদান একান্ত প্রয়োজন।

—গাজী মোহাম্মদ ওহাব